দৈনিক সংবাদ

তারিখ 10 MAR 1994
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৮

জাতীয় গ্রন্থনীতির পূর্ণ বিবরণ

গত ২রা মার্চ বুধবার সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী এক সাংবাদিক সম্মেলনে জাতীয় গ্রন্থনীতি ঘোষণা করেছেন। এর আগে ২৮শে ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত মন্ত্রিপরিষদের সভায় জাতীয় গ্রন্থনীতি অনুমোদন করা হয়। জাতীয় গ্রন্থনীতি বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন পেশার বিশেষজ্ঞদের নিয়ে খুব শিগগির একটি বাস্তবায়ন কমিটি গঠন করা হবে। এখানে জাতীয় গ্রন্থনীতির পূর্ণ বিবরণ প্রকাশ করা হলো।

জাতীয় স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব অক্ষুণ্ন রাখার উদ্দেশ্যে এবং জাতীয় বিকাশের স্বার্থে এই নীতিমালা প্রণীত হয়েছে। বাংলাদেশে গ্রন্থের প্রকাশ ও ব্যবহার সর্বতোভাবে উৎসাহিত করা এর মূল লক্ষ্য। এই লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য নিম্নলিখিত উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক বলে বিবেচিত হয়েছে।

১. সাধারণ : গ্রন্থ প্রস্তুতকরণে নিয়োজিত গ্রন্থকার, অনুবাদক, সম্পাদক ও ডিজাইনারসহ সংশ্লিষ্ট পেশাজীবীদের শ্রমের মর্যাদা, প্রতিভার স্বীকৃতি ও মননসম্পদ রক্ষার অধিকার সুনিশ্চিত করা।

২. প্রকাশনা : আন্তর্জাতিক মানের প্রকাশনা নিশ্চিত করার জন্য সকল পর্যায়ে পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি করা এবং যোগ্য ও মেধাসম্পন্ন প্রকাশক শ্রেণী গড়ে তোলার জন্য উপযুক্ত অবকাঠামো গড়ে তোলা।

৩. শিক্ষিত জনশক্তিকে প্রকাশনার ক্ষেত্রে জড়িত হতে উৎসাহিত করা, প্রকাশনার সংগে সংশ্লিষ্ট পেশাজীবীদের স্বদেশে ট্রেনিং কোর্স, ইন-সার্ভিস ট্রেনিং, ওয়ার্কশপ, সেমিনার ও সিম্পোজিয়ামে অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দান করা এবং বিদেশে অনুরূপ উদ্যোগে অংশগ্রহণে উৎসাহ দান করা, প্রকাশনার সর্বস্তরে পেশাগত দায়িত্ব সৃষ্টির লক্ষ্যে পেশাজীবীদের নিজ নিজ সংগঠন প্রতিষ্ঠায় উৎসাহ এবং তাদেরকে সম্ভাব্য সাহায্য ও সহযোগিতা দান করা।

৪. প্রকাশনার ক্ষেত্রে আধুনিক ও গতিশীল করে গড়ে তোলার জন্য উপযুক্ত মুদ্রণ সামগ্রী, বিশেষত বিজ্ঞান ও কারিগরি বিষয়ক গ্রন্থ মুদ্রণের উপযোগী সরঞ্জাম আমদানিকে অগ্রাধিকার দান করা, সংগে সংগে দেশে উন্নত মানের কাগজ, কালি ও মুদ্রণ সহায়ক অন্যান্য উপকরণ প্রস্তুত করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৫. গ্রন্থে আন্তর্জাতিক মান পুস্তক নম্বর (ISBN) ও শ্রেণীকরণ নম্বর (Classification Number) ব্যবহার উৎসাহিত করা।

৬. শিশু-কিশোরদের জন্য উপযুক্ত ভাষায় ও আকর্ষণীয় সৌষ্ঠবে পাঠ্যপুস্তক ও অন্যান্য ধরনের গ্রন্থ রচনা, মুদ্রণ ও প্রকাশনা উৎসাহিত করা।

৭. সকল ধরনের পাঠকের প্রয়োজন অনুযায়ী গ্রন্থ প্রকাশে উৎসাহদান করা এবং প্রতিশ্রুতিশীল তরুণ লেখকদের সাহিত্য-চর্চার ক্ষেত্রে উৎসাহদান করা।

৮. কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে পাঠ্যপুস্তক ও রেফারেন্স বইয়ের ক্ষেত্রে পরনির্ভরশীলতা দূর করার জন্য শিক্ষার্থীদের প্রয়োজন মনে রেখে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে আকরগ্রন্থ, রিডিংস সিরিজসহ অন্যান্য গ্রন্থ এবং উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রমের সংগে সংগতি রেখে সম্পূরক পাঠগ্রন্থ প্রণয়ন ও প্রকাশের কর্মসূচী গ্রহণ করা। সেই সংগে বিভিন্ন ভাষায় রচিত উন্নতমানের পাঠ্যপুস্তকের বাংলা অনুবাদের কার্যক্রম গ্রহণ করে উচ্চ শিক্ষার প্রয়োজন মেটানো।

৯. প্রতিবন্ধীদের শিক্ষার ক্ষেত্রে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ এবং তাদের উপযোগী গ্রন্থ প্রণয়ন ও প্রকাশ করা।

১০. নিরক্ষরতা দূরীকরণ, গণ-সাক্ষরতার প্রসার ও নব্যসাক্ষরদের পাঠাভ্যাস বজায় রাখার পক্ষে সহায়ক পুস্তক প্রণয়ন ও প্রকাশ করা।

১১. বাংলাদেশের জনসাধারণের নৃতাত্ত্বিক ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের পরিচয়মূলক এবং এরূপ বিভিন্ন গোষ্ঠীর আত্মবিকাশের অনুকূল গ্রন্থ প্রণয়ন ও প্রকাশ করা।

১২. বিদেশী ক্লাসিকের বাংলা অনুবাদ প্রকাশের কার্যক্রম সম্প্রসারিত করা।

১৩. বিভিন্ন গ্রন্থাগারে রক্ষিত পাণ্ডুলিপি সম্পাদনা করে প্রকাশ করার কার্যক্রম গ্রহণ করা।

১৪. বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের পরিচয় তুলে ধরার জন্য দেশের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে বিদেশী ভাষায় সাধারণ পাঠ্য ও গবেষণামূলক গ্রন্থ প্রকাশ করা এবং বাংলাদেশে প্রকাশিত গ্রন্থ বিদেশী ভাষায় অনুবাদে উৎসাহিত করা।

১৫. ওপরে ৬ থেকে ১৪ দফায় বর্ণিত কর্মসূচীর রূপদানের ক্ষেত্রে সরকারী ও বেসরকারী খাতের মধ্যে সুসমন্বয় সাধন করা এবং এসব ক্ষেত্রে উন্নতমানের গ্রন্থপ্রকাশ সহজ করার উদ্দেশ্যে বেসরকারী খাতে সম্ভাব্য ক্ষেত্রে সহজ শর্তে স্বল্পহারের সুদে ব্যাংক ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা করা।

১৬. অল্পশিক্ষিত স্বল্পবিত্ত পরিবারের সন্তানদের সুবিধার্থে পাঠ্য বিষয়ে সহায়ক পুস্তক প্রকাশের সুযোগ সৃষ্টি করা, তবে নিশ্চিত করা যে, সহায়ক বইয়ের গুণগত মান যেন সুরক্ষিত হয় এবং এসকল পুস্তকের প্রকাশনা যেন কারও কেবলমাত্র আর্থিক লাভের বিষয় হয়ে না দাঁড়ায়।

১৭. অশ্লীল, কুরুচিপূর্ণ এবং স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ববিরোধী পুস্তকের প্রকাশ ও প্রচার নিষিদ্ধ করার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

১৮. আমদানি

বিশ্বব্যাপী জ্ঞান ও প্রযুক্তির সংগ সংযোগ রক্ষার জন্য উন্মুক্ত নীতির অধীন গ্রন্থের আমদানি সহজ ও সুলভ করা, অশ্লীল, কুরুচিপূর্ণ এবং স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ববিরোধী পুস্তকের আমদানি কার্যকরভাবে রোধ করা। বিদেশী প্রকাশকদের রিমেন্ডার বই অল্পমূল্যে ক্রয় করে যাতে অতিরিক্ত মূল্যে বিক্রি না করা হয়, তার কার্যকর পদক্ষেপ নেয়া এবং আমদানিকারকেরা যাতে যেসব দেশ থেকে বই আমদানি করে, সেসব দেশে বাংলাদেশে প্রকাশিত বইয়ের বাজার সৃষ্টিতে উদ্যোগ গ্রহণ করে, সেজন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

১৯. রপ্তানি

আন্তর্জাতিক বাজারে অংশগ্রহণের জন্য উপযুক্ত গ্রন্থ প্রকাশ উৎসাহিত করে পুস্তক রপ্তানির পরিমাণ বৃদ্ধি করা; এই উদ্দেশ্যে তথ্য সংগ্রহ করে, প্রয়োজনে প্রকাশক ও পুস্তক রপ্তানিকারকদের প্রতিনিধি বা প্রতিনিধিদল প্রেরণ করে বিদেশে ইংরেজী, আরবী ও বাংলা বইয়ের বাজার সম্পর্কে যথাযথ ধারণা লাভ করা; বই রপ্তানির সম্ভাবনার পূর্ণ সদ্ব্যবহারের জন্য রপ্তানি নীতিতে বইকে অগ্রাধিকার খাতে (Thrust sector-এ) অন্তর্ভুক্তির প্রশ্ন বিবেচনা করা এবং বিভিন্ন দেশে গ্রন্থ রপ্তানি সহজসাধ্য করার জন্য জাতীয় পতাকাধারী জাহাজ ও বিমানে বিশেষ রেয়াতি ভাড়া ও হ্রাসকৃত ডাক মাশুলের ব্যবস্থা যথাসম্ভব প্রবর্তন করা।

২০. বিপণন

বইয়ের মূল্য নির্ধারণ প্রক্রিয়া বিজ্ঞান-সম্মত করে তোলা। দেশব্যাপী পুস্তক বিপণনের একটি সমন্বিত নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা এবং লাভজনক ও আকর্ষণীয় ব্যবসারূপে পুস্তক বিপণনকে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সাহায্য করা এবং দেশে পুস্তক বিপণনকে সহজ করে তোলার জন্য বই ও বই সম্পর্কিত প্রচার পুস্তিকা ইত্যাদির পরিবহনে রেয়াতি ভাড়া ও হ্রাসকৃত ডাক মাশুলের যথাসম্ভব ব্যবস্থা প্রবর্তণ করা।

২১. গ্রন্থমেলা ও প্রদর্শনী

দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে নিয়মিত ও বিশেষ গ্রন্থমেলা ও ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থমেলা অনুষ্ঠানের বর্তমান কর্মসূচীকে সম্প্রসারিত করা এবং শিশুদের পাঠাভ্যাস বৃদ্ধির লক্ষ্যে তাদের পাঠোপযোগী পুস্তকের স্বতন্ত্র প্রদর্শনী অনুষ্ঠান করা।

২২. উপাত্ত ভান্ডার

গ্রন্থজগতের বিভিন্ন অংশের মধ্যে অর্থাৎ লেখক, সম্পাদক, মুদ্রক, প্রকাশক, গ্রন্থাগারিক ও পাঠকের মধ্যে সুসমন্বয় সাধনের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য ও উপাত্ত ভান্ডার গড়ে তোলা, দেশে ও বিদেশে কোন্ কোন্ বিষয়ের কি কি ধরনের বইয়ের চাহিদা আছে, সে সম্পর্কে জরিপ চালিয়ে প্রকাশকদের অবহিত করা এবং এ বিষয়ে বিদেশে বাংলাদেশ দূতাবাসসমূহের সাহায্য গ্রহণ করা।

২৩. উৎসাহদান

সৃজনশীল সাহিত্যকর্ম উৎসাহিত করার জন্য সৃজনশীল রচনা বাবদ লেখক, সম্পাদক, অনুবাদক ও শিল্পীর আয়ের যুক্তিসংগত পরিমাণকে আয়করমুক্ত করা এবং শিশু ও কিশোর সাহিত্যের বিকাশ সাধনে উৎসাহদানের জন্য এ ক্ষেত্রে উপযুক্ত সাহিত্যকর্মের জন্য রাষ্ট্রীয়ভাবে 'উৎসাহ পুরস্কার' প্রদান করা।

২৪. গ্রন্থ উন্নয়ন পরিষদ

জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের সামগ্রিক কর্মপরিধি ও দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এ প্রতিষ্ঠানকে পুনর্বিন্যস্ত করে ইউনেস্কোর প্রস্তাবের আলোকে বাংলাদেশ গ্রন্থ উন্নয়ন পরিষদ নামে একটি উপযোগী প্রতিষ্ঠানে রূপদানের পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

২৫. গ্রন্থাগার উন্নয়ন

গ্রন্থাগারের সুষ্ঠু বিকাশের জন্য উপযুক্ত গ্রন্থাগার আইন (Library Legislation) প্রবর্তন করা, গ্রন্থাগার স্থাপন, গ্রন্থাগারে গ্রন্থ বা অর্থ দান কিংবা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গ্রন্থাগার স্থাপন অথবা অনুরূপ গ্রন্থাগার স্থাপনে বস্তুগত সাহায্য দান দাতব্য বিষয়রূপে গণ্য করে তার জন্য আয়কর রেয়াতের ব্যবস্থা করা, গ্রন্থাগারের সংগ্রহ রক্ষার জন্য বিশেষ বিশেষ গ্রন্থাগারে আধুনিক, উন্নত ও স্বয়ংক্রিয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা চালু করা, গণগ্রন্থাগার নেটওয়ার্ক ক্রমান্বয়ে ইউনিয়ন পর্যায়ে পর্যন্ত সম্প্রসারিত করা এবং গণগ্রন্থাগারে স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা, পুস্তক ক্রয়ের জন্য গ্রন্থাগারে সরকারী অনুদান নিশ্চিত করা এবং প্রাপ্ত অনুদানের সদ্ব্যবহার করা। গ্রন্থাগারে উন্নতমানের গ্রন্থ সংগ্রহ নিশ্চিত করার জন্য গ্রন্থ ক্রয়ের ক্ষেত্রে প্রয়োজন বোধে প্রচলিত টেন্ডার পদ্ধতির বাধ্যবাধকতা শিথিল করা। সুপরিচালিত গ্রন্থাগারগুলোর কার্যক্রম উৎসাহিত করার জন্য রাষ্ট্রীয়ভাবে 'স্বীকৃতি পুরস্কার' প্রবর্তন করা। দীর্ঘস্থায়ী ও কার্যকর পাঠাভ্যাস গড়ে তোলার লক্ষ্যে সকল স্তরের বিদ্যালয় ও মাদ্রাসায় আবশ্যিকভাবে গ্রন্থাগার সেবা নিশ্চিত করা এবং কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার সেবার মান উন্নয়ন করা।

২৬. পেশা ও সেবার মান উন্নয়নের জন্য গ্রন্থাগারের সকল কারিগরি পদে আবশ্যিকভাবে পেশাজীবী নিয়োগ করা; তবে কোন্ পদ কারিগরি ও কোন্ পদ কারিগরি নয়, তা নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত হবে।

২৭. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পেশাদার গ্রন্থাগারিক থাকা অত্যাবশ্যক। তবে যেসব ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারিক নেই অন্তর্বর্তী ব্যবস্থা হিসেবে সেই সব স্কুল, কলেজ ও অনুরূপ অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও কর্মচারীকে গ্রন্থাগার সংরক্ষণের প্রশিক্ষণ দিয়ে ওইসব প্রতিষ্ঠানে গ্রন্থাগারের ব্যবস্থাপনা উন্নত করা এবং মসজিদ ও অন্যান্য ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসংলগ্ন গ্রন্থাগারে যাতে ধর্মীয় বিষয়ক বই ছাড়াও জ্ঞান, বিজ্ঞান ও দৈনন্দিন প্রয়োজন সম্পর্কিত বইপত্র সংরক্ষিত হয় তার ব্যবস্থা করা।

২৮. দেশের যেসব গ্রন্থাগারে দুষ্প্রাপ্য পাণ্ডুলিপির সংগ্রহ আছে, সেসব স্থানে এগুলো সংরক্ষণের জন্য আধুনিক ব্যবস্থা অবলম্বনের এবং মাইক্রোফিল্ম ও মাইক্রোফিশের মাধ্যমে তা সম্প্রসারণের পদক্ষেপ গ্রহণ করা। এছাড়া দেশের বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্তভাবে সংরক্ষিত দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ ও পত্রিকা সুষ্ঠুভাবে সংরক্ষণের জন্য একটি কেন্দ্রীয় ভান্ডার ও সংরক্ষণাগার গড়ে তোলার বিষয় বিবেচনা করা।

২৯. পাঠাভ্যাস গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে স্থানীয় উদ্যোগে যেসব বেসরকারী প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে, সেগুলোকে উপযুক্ত পৃষ্ঠপোষকতা দান করা এবং সর্বস্তরে গণশিক্ষা ও বয়স্ক শিক্ষা কার্যক্রম এবং গণগ্রন্থাগার কার্যক্রমের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা। ৩০. বিদেশে বাংলাদেশ দূতাবাসে বিদ্যমান তথ্য সেল গ্রন্থাগারগুলো শক্তিশালী করা, সম্ভাব্য ক্ষেত্রে বিদেশে বাংলাদেশ দূতাবাসে তথ্যকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করবার উদ্যোগ গ্রহণ করা।

৩১. তালিকাগ্রন্থ

ইউনিয়ন ক্যাটালগ তৈরির প্রাথমিক পদক্ষেপরূপে বিশেষ বিশেষ গ্রন্থাগারে কারেন্ট অ্যাওয়ারনেস সার্ভিস (CAS) পদ্ধতি চালু করা এবং প্রধান প্রধান গ্রন্থাগারে সংগ্রহের পৃথক পৃথক হালনাগাদ তালিকা প্রণয়নে উৎসাহ প্রদান করা। সেই সংগে নিয়মিতভাবে জাতীয় গ্রন্থপঞ্জীর প্রকাশ নিশ্চিত করা।

৩২. রেজিস্ট্রেশন ও লিগ্যাল ডিপোজিট

রেজিস্ট্রেশন ও লিগ্যাল ডিপোজিটরি বুকস হিসেবে বাধ্যতামূলক আট কপির বদলে তিন কপি বই জমা নেয়ার ব্যবস্থা করা। **৩৩. তাস্কর্য**

বাংলাদেশের গ্রন্থজগতে জ্ঞাত ও অজ্ঞাতসারে গ্রন্থ-তাস্কর্য ও বুদ্ধিবৃত্তিক তাস্কর্য রোধ করার জন্য কার্যকর আইনগত ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৩৪. বাস্তবায়ন

জাতীয় গ্রন্থনীতি বাস্তবায়নের জন্য বিশেষজ্ঞ ও প্রজ্ঞাবান ব্যক্তির সমন্বয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ একটি জাতীয় গ্রন্থনীতি বাস্তবায়ন কমিটি গঠন করবেন।